কথামুখ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়বার সময় বাংলা সাহিত্যে অন্যতম কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু সম্পর্কে জানবার সুযোগ হয়। তিনি একই সঙ্গে সমরেশ বসু এবং কালকূট নামে দু'ধরণের লেখা লিখে গেছেন। এরকম একজন সৃষ্টিশীল বহুপ্রশংসিত বিতর্কিত দ্বৈত সত্তার লেখক সম্বন্ধে আমি গবেষণা করতে আগ্রহী হই। কিন্তু তাঁর রচনাবলির বহুলতার কারণে তা গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর কালকূট নামে লেখা রচনাগুলিকেই এই গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। 'কালকূটের উপন্যাসে আত্মানুসন্ধান' মূলত কালকূট নামে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে একজন আত্মসন্ধানী, মানবপ্রেমিক লেখকের অন্তর্জগতের স্বরূপ সন্ধান করবার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ কাহিনির অভাব নেই। যেখানে ভ্রমণ স্থানের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বর্ণনা, ভৌগোলিক বিবরণ, ইতিহাসের কাহিনি এবং ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা মিলিয়ে সেগুলি সুখপাঠ্য রচনা হয়ে উঠেছে। কালকূটের লেখায় এসবের বাইরে আছে মানব জীবনের ও মানব মনের গভীর রহস্য সম্বন্ধে আগ্রহ। ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় চল্লিশটি উপন্যাসোপম রচনা তিনি লিখেছেন। কালকূট নামে লেখা রচনাগুলি মূলত ভ্রমণকেন্দ্রিক। সে ভ্রমণ কখনো স্থানে কখনো প্রাচীন পুরাণে। 'অমৃতকুম্ভের' যাত্রা দিয়ে লেখকের আত্মানুসন্ধানের শুরু। তাঁর মননশীলতায় ও অন্বেষণে শুধুমাত্র মেলা, তীর্থ, প্রকৃতি বা জনপদের পটচ্ছবি উঠে আসেনি। তাঁর সবচেয়ে আকর্ষণের বিষয় হলো মানুষ। যে মানুষ সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর, অনুভূতি সম্পন্ন, চেতনার তীব্র বোধে যে নিজেকে খুঁজে ফিরছে আর আবিষ্কার করছে প্রতিনিয়ত। কালকূট তাঁর চেনা পরিসরেই দেখেছেন এই মানুষের মধ্যেকার ছোট ছোট স্বার্থ, লোভ, বিশ্বাসহীনতা এসবের কত কুৎসিৎ রূপ। আবার তাঁর ভ্রমণ পথে দেখছেন সেই মানুষের মধ্যেই রয়েছে 'মানুষরতন'। যা সহজে ধরা দেয় না। সেই অরূপ অধরাকে খুঁজে পেতে এবং সেই আয়নায় নিজের আত্ম-দর্শন করতেই তাঁর বারংবার পথ চলা। তাই মানুষের চেয়ে বিচিত্র বিস্ময়কর আর কোনকিছুকেই তাঁর মনে হয়নি সে ভালো বা মন্দ যাই হোক।

কালকূটের মরমী রচনার প্রতি কৌতূহল থেকেই তাঁর উপন্যাসগুলি পড়তে শুরু

করি। তা থেকেই এ গবেষণা প্রকল্পের চিন্তা। এই গবেষণা গ্রন্থে সাধ্য মতো কালকূটের রচনাগুলির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেছি। কালকূট ও সমরেশ এই দুই ভিন্ন লেখক সত্তার তুলনা দিয়ে এই আলোচনার শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কালকূটের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'আত্মানুসন্ধান'-এর দিকটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে রচিত কিছু ভ্রমণোপন্যাসের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে কালকূটের ভিন্নধর্মী লিখনশৈলীর আলোচনা। উপসংহারে লেখকের রচনাগুলির মধ্যে তাঁর জীবন সত্যের অনুসন্ধান বিষয়টির কথা বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে আমাকে যিনি প্রতিনিয়ত সাহায্য ও প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি আমার গবেষণা পত্রের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট। এবং তাঁর স্ত্রী তপতী ভট্ট এই দুজন সহৃদয় মানুষকে জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ ড. সুবোধ যশ, ড. মঞ্জুলা বেরা, ড. নিখিলেশ রায়, ড. দীপককুমার রায়, ড. উৎপল মণ্ডল—যাঁরা সবসময় নানাভাবে উৎসাহ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও যাঁরা বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন রায়গঞ্জ মহকুমা পাঠাগারের প্রাক্তন অ্যাসিসটেন্ট দেবেশকান্তি চক্রবর্তী, রায়গঞ্জ 'চয়ন' পত্রিকার সম্পাদক অরুণ চক্রবর্তী, আসাম নাহারকাটিয়া কলেজের অধ্যাপক প্রভাকর মণ্ডল প্রমুখ। এখানে উল্লেখ করছি আমার বাবা যদি একাজ দেখে যেতে পারতেন তাহলে আমার এবং বাবার যে আনন্দ হত তা বর্ণনাতীত। আমার সৌভাগ্য যে মা, দাদা ও বৌদি, ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী এবং ছোট্ট ভাইঝি মিমোশা ও বান্ধবী স্নিগ্ধা মণ্ডল এঁদের সকলের কাছে আমি নিরন্তর প্রেরণা পেয়েছি। কম্পিউটার টাইপের ক্ষেত্রে বুবুন কুমার বর্মণ-এর সহযোগিতায় আমি কৃতজ্ঞ। গবেষণা কার্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছাড়াও উত্তর দিনাজপুর জেলার কিছু গ্রন্থাগারের সাহায্য পেয়েছি। প্রুফ দেখার কাজ যত্নের সঙ্গে করা সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমার এই গবেষণা গ্রন্থ যদি কালকূট চর্চার পক্ষে সামান্য কোনো কাজেও লাগে তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

নন্দিতা মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়